

ড. মুহম্মদ ইউনূসের বক্তব্য এবং আমাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা

আদনান সৈয়দ

‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতি করেন টাকা আর ক্ষমতার জন্য-সম্প্রতি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের এই কপাট সত্যভাষনের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের বিষেদাগারের শিকার হয়েছেন। জানা যায় ময়মনসিংহের এক ভদ্রলোক আরো এককাঠি এগিয়ে গিয়ে ইউনূসের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা পর্যন্ত ঠুকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি আক্ষরিক অর্থেই যে দেউলিয়াপনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিলেন আমাদের রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীরা ড. ইউনূসের মন্তব্যের উপর তাঁদে এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার মহরা দেখিয়ে। প্রতিক্রিয়া কারা দেখিয়েছেন? তারা পাতি নেতা গোছের কেউ নন। বাংলাদেশের দুই প্রধান দলের দুই সাধারণ সম্পাদক। এদের একজন এই কিছুদিন আগে দলের আদর্শ-নীতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শায়খুল হাদিসের মত তালিবানি ধারার একটা দলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কেন হয়েছেন? সেখবরটাও আমাদের সবার জানা। ক্ষমতায় যেতে হবে। দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিশেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে এবং এবং শুধুমাত্র সেকারনেই তিনি আমাদেরমত সাধারণ মানুষের আজীবন শ্রদ্ধাভজন হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তার দল হাত মিলিয়েছে এমন একটি শক্তির সাথে যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুধুমাত্র বিরোধিতাই করেনি এখনও এই দলটি বাংলাদেশের মাটি থেকে আমাদের হাজার বছরের শিল্প-সংস্কৃতির শেকর চিরতরে উপরে ফেলার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ব্যাস্ত। কিন্তু ঐষে বাংলাদেশের রাজনীতি পাড়ায় সুবিধাবাদী একটা কথা খুব চালু আছে আর তাহল ‘রাজনীতির শেষ কথা বলতে কিছুই নেই। অর্থাৎ সোজা বাংলাভাষায় এর অনুবাদ করলে দাড়ায় যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এমন হীন কাজ নেই যা আমরা করবো না। বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতির সেই গোপন রক্ত বাস্তুক কথাটা জনসমক্ষে বলে দেওয়াটাই হয়ে গেল এখন অধ্যাপক ইউনূসের একমাত্র অপরাধ! সত্যি সেলুকাস! বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র এই দেশের রাজনীতি!

কবি শহীদ কাদরীর কাছ থেকে কৌতুকটি শুনা। বাড়ির নতুন বউ নিজেকে পর্দানশীল প্রমাণ করার জন্য সারাক্ষণই মুখে ঘোমটা দিয়ে রাখেন। কিন্তু সমস্যা হল তিনি ঘোমটা মুখের সামনে টানতে টানতে ঐদিকে পেছন যে উদ্যম হয়ে গেছে সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের বুঝি সেই একি দশা হয়েছে। উনারা হয়ত নিজেরাও বুঝতে পারছেন না অথবা বুঝতে চাইছেন না যে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক নেতা হিশেবে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? যেখানে সংসদ নির্বাচনের টিকিট গরুর হাটের মত ওপেনলি কেনা-বেচা হয়, যেখানে ঋণখেলাপিরা টাকার জোরে নির্বাচনের আসন পাচ্ছেন সেখানে আর যাইহোক ড. মুহম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের এমন জবরদস্তি প্রতিবাদ আমাদের রাজনীতিবিদদের মুখে মানায় না।

যদি কেউ ভাবেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের কটাক্ষ করার জন্য এ লেখা তাহলে তারা ভুল করবেন। আমাদের ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সবকিছু চলমান আন্দোলনের পেছনে যে শক্তি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করেছে এরা সবাই ছিল দেশের ছাত্রসমাজ এবং আমাদের রাজনৈতিক দল। তাদের অবদানকে খাট করে দেখার কোনরকম ধৃষ্টতার অবকাশ আমাদের নেই। ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তিনি শুধু বাংলাদেশের জন্য গৌরব এনে দিয়েছেন তা নয় গোটা বিশ্বে বাংলাদেশকে এক বিশেষ মর্যাদায় বসিয়েছেন। আমাদের বাংলাদেশের মাথা মুড়ে দেয়ার মত এমন কোন কথা নিশ্চয়ই তিনি বলবেন না। তবে তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন তা আমাদের ঠান্ডা মাথায় আবারো দ্বিতীয় বার গভীরভাবে ভাবতে হবে। সত্যি কার অর্থেই বাংলাদেশের রাজনীতির পেছনের পর্দায় বসে যারা দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন তারা কারা? তাদের সাথে আমাদের দেশ, মাটি, জনগনের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কী? যারা সং, নিষ্ঠা, আদর্শের সাথে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে শুধুমাত্র দেশকে ভালোবেসে রাজনীতি করে যাচ্ছেন আমাদের রাজনীতি পাড়ায় তাদের উপস্থিতি কোথায়? শুধুমাত্র যার টাকা আছে সেই বড় নেতা আর বড় পদটি অলংকৃত করে সমাজের হাত তালি পাচ্ছেন আর যিনি সার জীবন দলের জন্য, দেশের জন্য রাজনীতি করেছেন সেই ব্যক্তিটির তার নিজ দলেই নিগৃহীত, এটাকি কোন বৈষম্য নয়? চাইলে আমাদের হাতের কাছ থেকেই নিষ্কৃত এরকম অনেক ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাবে। তাই বলছিলাম কী সত্য কথাটিকে মাথা পেতে নিয়ে আমাদের রাজনীতিবিদদের উচিত নিজ ঘরের দিকে এখন নজর দেওয়া। আমাদের মহান রাজনীতিতে এখনও অনেক সংস্কারের আয়োজন আছে। তাদের কে খুঁজে বেড়ান। সামনেই একটা নির্বাচন আসছে। সেই সংস্কারের সংসদে পাঠান। যদি কোন সংস্কার এবং যোগ্যলোক আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির হালটা ধরতে পারেন তখন এই বাংলাদেশই যে খুব শিগগির আরেক সিঙ্গাপুর, ব্যঙ্কক হয়ে যাবে এব্যাপারে কোন ভুল নেই।

বাংলাদেশের মানুষের খুব বেশী চাহিদা নেই। তারা চায় তিনবেলা খাবারের নিশ্চয়তা আর একটা নিরিবিলা নিশ্চিন্ত জীবন। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পরও আমাদের দেশের নেতারা সে আশা পূরণ করতে পারেন নি। বরং উল্টো তারা আমাদের সাধারণ মানুষের সরলতাকে তাদের রাজনীতিতে অত্যন্ত কদর্যভাবে ব্যবহার করেছেন। রাজনীতিকে কুলষিত করেছেন। যে জাতি নিজ ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারে, যে জাতি একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে একটি দেশের জন্ম দিতে পারে সে জাতি যে বিশ্বের অন্যতম একটি গৌরবময় জাতি এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই জাতি এবং এর রাজনৈতিক দলের কাছে প্রত্যাশাও আমাদের অনেক। আমরা বিশ্বাস করি একদিনেই আপনারা আবর্জনা পরিস্কার করতে পারবেন না তবে আপনারা ভালো কোন কাজে হাত দিলে হাজারো হাত এসে আপনাদের কাজ কে যে আরো ত্বরান্বিত করবে এবং শক্তিশালী করবে এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

(আদনান সৈয়দ, নিউইয়র্ক)